দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...20 JAN 1995...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

৫০

ভোলায় শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ভেস্তে যেতে বসেছে

ভোলা, ১৯ জানুয়ারি (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- সরকারের শিক্ষার বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ভেস্তে যেতে বসেছে। ইতোমধ্যে এ কর্মসূচী নিয়ে নানা অভিযোগ উঠেছে। জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

দ্বীপাঞ্চল ভোলা জেলার এ কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হচ্ছে। ২ হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য চালু এ কর্মসূচী দুর্নীতি অনিয়ম ও অব্যবস্থায় ছেয়ে গেছে। গম বিতরণ ও খাতাপত্র সংরক্ষণের কাজে ব্যস্ত থাকায় শিক্ষকরা শিক্ষাঙ্গনে অমনোযোগী হয়ে পড়ছেন। পাশাপাশি গমের আশায় স্কুলে আসা শিশুদের চাপে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষকরা শিক্ষাদানের বদলে খাদ্য (গম) বিতরণ ও এ সংক্রান্ত রেকর্ডপত্র সংরক্ষণে অধিক সময় নিয়োজিত থাকায় পাঠ্যদান কার্যক্রম বিঘ্নিত হচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষক ও কমিটির বিরুদ্ধে অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে।

ভোলার ৭টি থানার ৭টি ইউনিয়নের ৭২টি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচী চালু হয়েছে। ইউনিয়নগুলো হচ্ছে সদর থানার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ১২টি বিদ্যালয়, দৌলতখান থানার চরখলিফা ইউনিয়নের ১৩টি বিদ্যালয়, লালমোহন থানার চরভূতা ইউনিয়নের ১২টি বিদ্যালয়, চরফ্যাশন থানার আছলামপুর ইউনিয়নে ১৫টি বিদ্যালয়, বোরহান উদ্দিন থানায় দেউলা ইউনিয়নে ৭ বিদ্যালয় এবং মনপুরা থানায় মনপুরা ইউনিয়নে ৬টি প্রাথমিক বিদ্যালয়।

সরেজমিন অনুসন্ধানে জানা গেছে এ প্রকল্পের শিক্ষকরা দুর্নীতিতে জড়িয়ে পড়ছেন। ছাত্ররা বয়স কমিয়ে শুধুমাত্র গমের জন্য স্কুলে ভর্তি হচ্ছে। একজন ছাত্র মাসে ১৫ কেজি গম পায়। সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায়, প্রতিটি স্কুলের ২ জন করে শিক্ষককে প্রতিমাসে গম উত্তোলনের জন্য থানা পরিষদের দফতরগুলোতে দৌড়াতে হয়। ডিও নেয়া থেকে শুরু করে গম উত্তোলন ও মাস্টাররোল দাখিল পর্যন্ত সরকারী বিধিমালা অনুযায়ী কাজ করতে হয়। ফলে এসব শিক্ষকের পক্ষে শিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেয়া সম্ভব হয় না।

এছাড়া গম উত্তোলন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন খরচা সহুলানে নানা দুর্নীতি ও অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। বস্তা বিক্রির অর্থ দিয়ে গম পরিবহনের খরচ সহুলানের নিয়ম রাখা হয়েছে। কিন্তু অন্যান্য খরচের জন্য ব্যবস্থা না থাকায় গমের একটি অংশ প্রতি মাসে বিক্রি করতে হয়।

অপর একটি সূত্র জানায়, খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের নির্বাচনেও দুর্নীতিসহ অনিয়মের আশ্রয় নেয়া হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান, সদস্য ও শিক্ষকরা তাদের নিজেদের ঘনিষ্ট ব্যক্তিদের এ কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। অনেক ছাত্রছাত্রী আছে যারা শুধু মাত্র গমের জন্য স্কুলে ভর্তি হয়েছে। স্কুলের শিক্ষকরা অবৈধভাবে এসব ছাত্রছাত্রীকে হাজিরা খাতায় উপস্থিতি দেখাচ্ছেন।